



ইমপ্রেস-নিউটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিঃ

গোড়াই, মির্জাপুর, টাংগাইল।

সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা ও পদ্ধতি (Freedom of Association & Collective Bargaining Policy & Procedures)	
রেফারেন্স :	এইচআর.পলিসি/ সমিতি গঠনের স্বাধীনতা নীতিমালা/০০৫/২০২৩
পলিসির নাম :	সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক :	বিভাগীয় প্রধান- (এইচ আর/এডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স)
বাস্তবায়নকারী :	সকল বিভাগীয় প্রধান
প্রনয়নের তারিখ :	০১.১০.২০১৬ইং
Revise Date :	২য়/১৭, ৩য়/২০১৮, ৪র্থ/২০১৯, ৫ম/২০২০, ৬ষ্ঠ/২০২১, ৭ম/২০২২, ৮ম/২০২৩
পুন-বিবেচনা/সংশোধন :	শ্রম আইনের সংশোধন বা প্রয়োজন সাপেক্ষে

১.০ ভূমিকা (Introduction): শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যা সমাধানের বা সমঝোতার একটি প্রক্রিয়াই হচ্ছে সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা।

১.১ উদ্দেশ্য (Purpose): কারখানায় কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মজুরী কাঠামো, কর্মঘন্টা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অভিযোগপদ্ধতি এবং অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

১.২ লক্ষ্য (Vision of the policy) : কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিক ও মালিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন সমস্যা সমাধান করে উভয়ের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যেই কর্তৃপক্ষ এ নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

১.৩ পরিধি : এই নীতিমালা ইমপ্রেস-নিউটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিঃ সংশ্লিষ্ট সকল সেকশন ও উৎপাদন বিভাগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

১.৪ অঙ্গীকার (Commitment): ইমপ্রেস-নিউটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, -এর সকল ধারা, আইএলও এবং শিল্প সম্পর্কিত আইন এর সকল নিয়ম-নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিভিন্ন ক্রেতা/বায়ারের উক্ত নীতিমালার স্বপক্ষে মতামতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে কারখানায় সকল শ্রমিকের সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি নিশ্চিতকরণের ঘোষণা করেছেন। এই মর্মে কারখানায় এ নীতিমালাটি বাস্তবায়নে অত্র কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২.০ পলিসি :

কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা :

২.১ আইনের বিধান (Provision of law) : সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি বিষয়ে ইমপ্রেস-নিউটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিঃ আইএলও কনভেনশন নং C-৮৭(১৯৪৮) এবং C-৯৮ (১৯৪৯), ১৩৫ ও ১৫৪ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১৭৬, ১৮৭, ২০০, ২০০(ক), ২০২, ২০৫, ২০৬, ২০৭ ও ২০৮, পূর্বক বিভিন্ন ক্রেতা/বায়ারের স্বপক্ষে মতামতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান এর লক্ষ্যে কারখানার অভ্যন্তরে সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি নীতিমালা বিরোধী কার্যক্রম এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২.২ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির উপর ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের বা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ বহাল রাখার অধিকার হরণ করে কোন শর্ত আরোপ করার তৎপরতা চালায় না।

২.৩ কোন ব্যক্তি কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য আছেন কিনা তার ভিত্তিতে চাকুরীতে নিযুক্তি, পদোন্নতি, চাকুরীর শর্ত বা কাজের শর্ত নির্ধারণে বৈষম্য করে না।



২.৪ কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হয়েছেন বা হবার ইচ্ছাপোষণ করেছেন অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা হবার জন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহিত করেছেন এরূপ কারণে কোন শ্রমিককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারণ বা বর্জনের জন্য প্রলুব্ধ কিংবা চাকুরী ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি প্রদান করে না।

২.৫ ভীতি প্রদর্শন, দমন নীতি, চাপ প্রয়োগ অথবা আহত করে কোন শ্রমিককে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয় না। কারখানা কর্তৃপক্ষ কোন শ্রমিককে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিতে বাঁধা প্রদান করে না।

শ্রমিকের বাধ্যবাধকতা :

২.৬ শ্রমিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার জন্য কোন ধরনের বাঁধা প্রদান করা হয় না।

২.৭ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়া বা না হওয়ার জন্য অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা পদে বহাল থাকা বা না থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় না।

২.৮ ভীতি প্রদর্শন, দমন নীতি, চাপ প্রয়োগ, আটক রেখে অথবা আহত করে কোন শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়নের চাঁদা দিতে বা বিরত থাকতে ও মালিককে কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয় না।

অংশগ্রহণকারী কমিটি :

২.৯ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০০৬ ইং -এর মালিক পক্ষ ও শ্রমিক ধারা-২০৫ অনুযায়ী অন্যান্য ৫০ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় (উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদেরকে সম্পৃক্ত করে) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় তার প্রতিষ্ঠানে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করবেন। এ কমিটি মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটিতে শ্রমিকগণের প্রতিনিধির সংখ্যা মালিকের প্রতিনিধির সংখ্যার কম হবে না। শ্রমিকগণের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মনোনয়নের ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন সম সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করবেন এবং যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি এমন সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করবেন যা অন্য ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মোট মনোনীত প্রতিনিধিগণের অপেক্ষা একজন বেশী হয়। উল্লেখ্য যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই, সে সকল প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এতে কর্মরত শ্রমিকের মধ্য হতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় মনোনীত হবেন। নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সংগঠনের দায়িত্ব পালন কালীন সময়ের জন্য কোন প্রকার মজুরী কর্তন করা হয় না।

অংশগ্রহণকারী কমিটি কাঠামো :

২.১০ অত্র প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন অনুযায়ী একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি রয়েছে। এ কমিটি মালিক ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটিতে মালিক পক্ষ থেকে ০১ জন সভাপতি, শ্রমিক পক্ষ থেকে ০১ জন সহ সভাপতি এবং সদস্য সচিব হবেন ওয়েল ফেয়ার অফিসার। শ্রমিক প্রতিনিধিগণ অবশ্যই শ্রমিকদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচনী বিধি ও পদ্ধতি :

২.১১ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর সকল ধারা, আইএলও এবং শিল্প সম্পর্কিত আইন এর সকল নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি :

- (ক) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।
- (খ) নোটিশ বোর্ডে ভোটার তালিকা টাঙ্গিয়ে দেয়া হবে।
- (গ) ভোটার তালিকার এক কপি শ্রম পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হবে।
- (ঘ) নির্বাচন কমিটিতে সমান সংখ্যক মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবে।
- (ঙ) তালিকার এক কপি শ্রম পরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- (চ) কমপক্ষে ৭ দিন (প্রার্থী মনোনয়নের জন্য)।
- (ছ) মনোনয়নপত্র যাচাই-বাচাই জন্য ০১ দিন
- (জ) যাচাই-বাচাইপূর্ব ন্যূনতম ৪ দিন এবং সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।



অংশগ্রহণকারী কমিটির মনোনীত কর্মকর্তা :

২.১২ প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা তার মনোনীত কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণকারী কমিটির সভাপতি হবেন এবং সভায় সভাপতিত্ব করবেন। শ্রমিক প্রতিনিধি সহ সভাপতি নিযুক্ত হবেন এবং তিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব ও মিটিং পরিচালনা করবেন। ওয়েলফেয়ার অফিসার সদস্য সচিব হিসাবে সভার আয়োজন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ :

২.১৩ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০০৬ - এর ধারা ২০৬ অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ হবে প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিক এবং মালিক সকলেরই অঙ্গীভূত হওয়ার ভাব প্রোথিত ও প্রসার করা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকগণের অঙ্গীকার ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

(ক) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াস বা প্রচেষ্টা চালানো।

(খ) শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

(গ) শৃংখলাবোধে উৎসাহিত করা, নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান।

(ঘ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শ্রমিক শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করা।

(ঙ) শ্রমিকের ও তার পরিবারবর্গের কল্যাণমূলক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

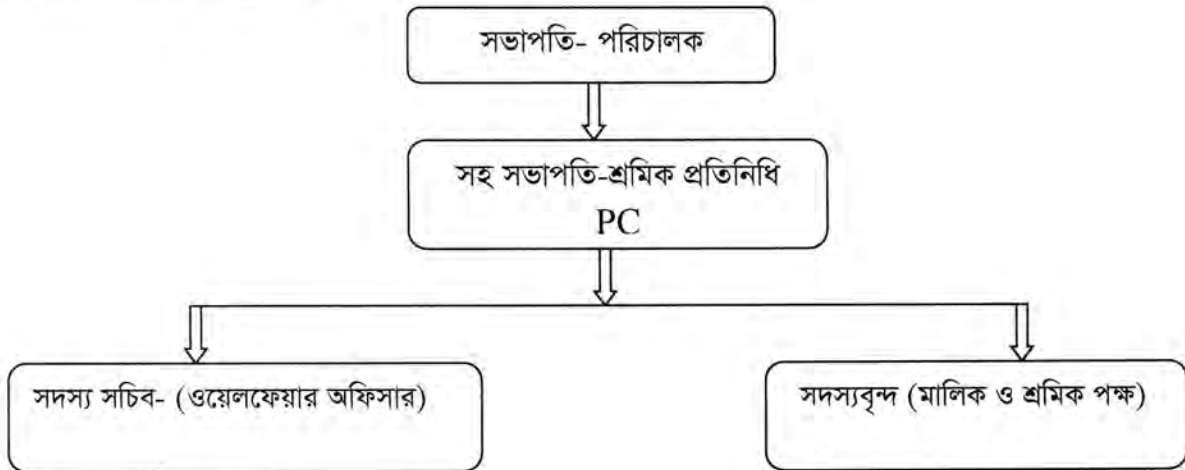
(চ) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস।

অংশগ্রহণকারী কমিটির সভা :

২.১৪ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ - এর ধারা - ২০৭ অনুযায়ী, ধারা-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করা ও তৎসম্পর্কে আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য অংশগ্রহণকারী কমিটি প্রতি দুইমাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে।

৩. অর্গানাইজেশন :

৩.১ বাস্তবায়নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ :



৩.২ সভাপতি- পরিচালক এর দায়িত্ব :

> মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও সমস্যা সমাধানে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৩.৩ সহ-সভাপতিঃ শ্রমিক প্রতিনিধি এর দায়িত্ব :

> মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও এর বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ রক্ষা ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগসুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করে থাকে।



৩.৪ সদস্য সচিব- (ওয়েলফেয়ার অফিসার এর দায়িত্ব) :

> মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও এর বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ রক্ষা ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত এবং মালিক ও শ্রমিকদের সাথে বিভিন্ন মিটিংয়ের আয়োজন করে থাকে।

৩.৫ সদস্য (মালিক পক্ষ) এর দায়িত্ব :

> কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের যে কোন সমস্যা, অনুযোগ, অভিযোগ নিরসনে, অধিকার বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট ও আন্তরিক। মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে থাকে।

৩.৬ সদস্য (শ্রমিক পক্ষ) এর দায়িত্ব :

> কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করে এবং এর বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে।

৪. নীতি বাস্তবায়ন করার রুটিন ও কর্মপদ্ধতি :

কাজ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাস্তবায়নে র সময়	সময় সীমা	কারণ/ কেন
৪.১ মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও সমস্যা সমাধানে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।	পলিসির সঠিক প্রয়োগ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে	সভাপতি- পরিচালক এর দায়িত্ব :	নীতিমালা প্রনয়ন হওয়ার পর	প্রতিষ্ঠান চালুকালীন সময়	২.১ ২.১০
৪.২ মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও এর বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ রক্ষা ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগসুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করে থাকে।	পলিসির সঠিক প্রয়োগ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে	সহ-সভাপতিঃ শ্রমিক প্রতিনিধি	নীতিমালা প্রনয়ন হওয়ার পর	প্রতিষ্ঠান চালুকালীন সময়	২.১৩
৪.৩ মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও এর বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ রক্ষা ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত এবং মালিক ও শ্রমিকদের সাথে বিভিন্ন মিটিংয়ের আয়োজন করে থাকে।	প্রয়োজন কালীন সময়	সদস্য সচিব- (ওয়েলফেয়ার অফিসার)	নীতিমালা প্রনয়ন হওয়ার পর	প্রতিষ্ঠান চালুকালীন সময়	২.১৪ ২.১৩ ২.৯ ২.১১ ২.১২
৪.৪ কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের যে কোন সমস্যা, অনুযোগ, অভিযোগ নিরসনে, অধিকার বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট ও আন্তরিক। মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে থাকে।	পলিসির সঠিক প্রয়োগ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে	সদস্য (মালিক পক্ষ)	নীতিমালা প্রনয়ন হওয়ার পর		২.১ ২.২ ২.৩ ২.৪ ২.৫
৪.৫ কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করে এবং এর বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে।	পলিসির সঠিক প্রয়োগ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে	সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)	নীতিমালা প্রনয়ন হওয়ার পর		২.৬ ২.৭ ২.৮



৫. যোগাযোগ পদ্ধতি

কাজ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাস্তবায়নের সময়	সময় সীমা
৫.১ কারখানার সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের উক্ত নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করা হবে।	সাধারণ মিটিং আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে অবগত করা।	সহকারী ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স) ও ওয়েলফেয়ার অফিসার	প্রতি বৎসরে কমপক্ষে একবার।	সবসময় বলবৎ থাকবে
৫.২ নতুন কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেশার ট্রেনিং, মিড-লেবেল ম্যানেজম্যান্ট মিটিং এ উক্ত নীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে।	মিটিং এবং সকল Orientation প্রোগ্রাম আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে অবগত করা।	সহকারী ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স) ও কল্যাণ কর্মকর্তা	নিয়মিত	সবসময় বলবৎ থাকবে

৬. ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল :

ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল :	কার্য পদ্ধতি	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	সময় সীমা
৬.১ রিপোর্টিং	কমিটির সকল কার্যক্রম পরিচালক বরাবর উপস্থাপন করা।	সদস্য সচিব- (ওয়েলফেয়ার অফিসার)	সভা হওয়ার পর
৬.২ নিয়ন্ত্রন	মাসিক সারসংক্ষেপ রিপোর্ট মূল্যায়ন করা।	সভাপতি- পরিচালক	প্রয়োজন কালীন সময়
৬.৩ প্রতিকার	যেকোন সময় বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনায় দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেকোন ধরনের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা পরিবর্ধন করতে পারবে।	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর/এডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স)	প্রয়োজন কালীন সময়

নীতিমালা প্রস্তুতকারক

Md. Mahfuzur Rahman
Asst Manager
HR/ Admin & Compliance

নীতিমালা মূল্যায়ন ও অনুমোদনের সুপারিশকারী

Md. Imdadul Haque
DGM-HR/Admin & Compliance
Impress-Newtex Composite Textiles Ltd.
Gorai, Mirzapur, Tangail.

নীতিমালা অনুমোদনকারী
পরিচালক

